

PRESS CLIP

Publication:- Ei Samay

Date:- 12th April, 2020

Page:- 07

The Bengal Chamber adopted Gariahat and Jodhpur Park Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID19

বিভিন্ন বাজারকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে পুলিশ পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতা, ২৪ বাজারে ১২ বণিকসভা

এই সময়: করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিংয়ের শর্ত মেনে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা তথা জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ২৪টি বাজারের দায়িত্ব নিল বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্স-সহ ১২টি সংগঠন। কপোর্টেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবেই এটা করা হয়েছে। শনিবার নব্বায়ে সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজারগুলোয় ক্রেতাদের জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করতে রাজ্যকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিন কয়েক আসে বণিকসভা ও শিল্পসংস্থাগুলোর সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের এক-একটি বাজারের দায়িত্ব নেওয়ার আবেদন জানান। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই এগিয়ে এসেছে ওই সব সংস্থা।

এ দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জমায়েত, ভিড় এ সব কমানোর কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই জন্য বাজারগুলোকে খানিকটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে হবে। যাতে সেগুলোয় ভিড় না হয়। কলকাতায় কলকাতা পুলিশ এটা করবে। আর হাওড়ায় হাওড়া পুলিশ।' ইতিমধ্যেই কিছু জায়গায় পুলিশ সেই কাজ শুরুও করে দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, ভারত চেম্বার অফ কমার্স, অ্যাসোসিয়েশন, সিআইআই, আইসিসি, মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স, ফিকি, ক্রেডাইটর মতো ১২টি



বড়বাজারে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে

— এই সময়

চেম্বার অফ কমার্স ২৪টি বাজারের দায়িত্ব নিয়েছেন।' বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট বিশ্ব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা গড়িয়াহাট ও যোধপুর পার্ক বাজারের দায়িত্ব পেয়েছি। এই ব্যাপারে স্থানীয় স্তরে থানার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি। বাজার কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে এগোলে ভালো হবে। আশার কথা যে, দোকানপাট খোলার সময় বাড়লে বাজারে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী এ দিনই জানিয়েছেন, এ বার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে পাড়ার মুদিখানা থেকে ডিপার্টমেন্ট স্টোরের

মতো বড় বিপনি।

পোস্তা বাজারের দায়িত্ব পেয়েছে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স। ওই বণিকসভার ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল শুভাশিস রায় বলেন, 'এই মুহূর্তে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিংয়ের স্বার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধি খুব জরুরি কাজ। বিশেষ করে, যে সাধারণ বাজারগুলোয় জনসমাগম বেশি হয়। আমাদের এই মুহূর্তে দায়িত্ব, বাজারে যাঁরা বিকিকিনির জন্য আসছেন, তাঁদের সচেতন করা। তাঁদের এটা বলা যে, বেচাকেনা করুন, কিন্তু সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিংও বজায় রাখুন। আর আমরা পোস্তা বাজার স্যানিটাইজও করব।'